ইউনিট
১৮

কৃষি ঋণ ও সমবায়

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দেশ। জাতীয় আয়ের সিংহভাগ এখনও কৃষি থেকে আসে। কর্মসংস্থানের বড় ক্ষেত্র এখনও কৃষি। বাংলাদেশের কৃষি এখনও ক্ষুদ্রচাষী ভিত্তিক। তাই কৃষি উৎপাদনে ক্ষুদ্রচাষীদের জন্য কৃষি ঋণ অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশের কৃষিতে সমাবায়ের ধারণা এখনও ব্যাপকভিত্তিক হয়নি। অথচ কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি, বিপনন, বাজারজাতকরণ প্রভৃতি কর্মকান্ডে সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নের পাঠসমূহে কৃষি ঋণ ও ক্ষুদ্র ঋণ, কৃষি সমবায়ের ধারণা, সমবায়ের উদ্দেশ্যে ও প্রকারভেদ, কৃষি উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা এবং সমবায় আইন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১৮.১ : কৃষি ঋণ ও সমবায়

পাঠ - ১৮.২ : কৃষি সমবায়ের ধারণা, উদ্দেশ্য ও প্রকারভেদ

পাঠ - ১৮.৩ : কৃষি উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা ও সমবায় আইন

পাঠ - ১৮.৪ : কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ

পাঠ-১৮.১ কৃষি ঋণ ও ক্ষুদ ঋণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষি ঋণ ও ক্ষুদ্র ঋণের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন
- কৃষি ঋণ ও ক্ষুদ ঋণের ব্যবহার ও এর প্রয়োজনীয় সবিস্তারে লিখতে পারবেন

	মুখ্য শব্দ	কৃষি ঋণ, ক্ষুদ ঋণ, ব্যবহার , প্রয়োজনীয়তা

কৃষি ঋণের ধারণা

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ যেমন- অধিক উৎপাদনশীল বীজ, সার, বালাইনাশক ইত্যাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উৎস থেকে কৃষক যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে কৃষি ঋণ বলে। কৃষি ঋণ হচ্ছে মূলত কৃষক কর্তৃক কৃষি উপাদান ও প্রযুক্তি ক্রয়ের জন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে শর্তসাপেক্ষে নিদিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণ গ্রহণ করা। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়াও কৃষি ভূমির উন্নতি সাধন, উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরন ইত্যাদি কাজের জন্য কৃষকের যে ঋণের প্রয়োজন হয় তাই হলো প্রধানত কৃষি ঋণ। এদেশে কৃষকরা দরিদ্র বলে উৎপাদনের প্রয়োজনে নিজস্ব তহবিল থেকে সবসময় প্রয়োজনানুযায়ী অর্থ যোগান দিতে পারে না বিধায় তারা বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ নেয়। আমাদের দেশে ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলো অসংগঠিত অনিশ্চিত ও শোষণমূলক হওয়ায় কৃষকদেরকে বাধ্য হয়ে ঋণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোর মুখাপেক্ষী হতে হয়। কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস দেশী ও বিদেশী হতে পারে। দেশীয় উৎসের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাংক ও সমবায় সমিতি এবং অনুমোদিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) হলো প্রধান। বিদেশী উৎসের মধ্যে বিশ্বব্যাংক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

কৃষি ঋণের ধরণ

কৃষি উৎপাদন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং সময় সাপেক্ষ পদ্ধতি। জমির কর্ষণ থেকে আরম্ভ করে উপকরণ ক্রয়, উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষরণ এবং বাজারজাতকরণের প্রত্যেক ধাপেই কৃষকের অর্থের প্রয়োজন হয়। এছাড়াও প্রাকৃতিক দূর্যোগে ফসল নষ্ট হলে কৃষককে বাঁচার জন্যও অর্থ ধার করতে হয়। এতে যে উদ্দেশ্যেই কৃষক ঋণ গ্রহণ করুক না কেন সময়ভেদে তা মূলত তিন ধরণের হয়ে থাকে। যথা- ক) স্বল্পমেয়াদি খ) মধ্যমেয়াদি এবং গ) দীর্ঘমেয়াদি। বিভিন্ন মেয়াদের ঋণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা নিম্নে প্রদান করা হলো-

ক) স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণ : স্বল্পমেয়াদ বলতে সাধারণত একবছর বা বারোমাস পর্যন্ত সময়সীমা বোঝায়। সুতরাং এই সময়সীমার জন্য কৃষকের যে ঋণ চাহিদার প্রয়োজন হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণ বলা যেতে পারে। সাধারণত স্বল্পমেয়াদে যেসব উদ্দেশ্যে কৃষক ঋণ নেয়, সেগুলো নিম্নরুপ হয়ে থাকে।

১) সাম্য ঋণ : সাধারণত ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বা ফসল উৎপাদনের প্রয়োজনে কৃষককে এ ঋণ দেয়া হয়।

২) উপকরণ সংগ্রহের জন্য ঋণ: বিভিন্ন ধরণের কৃষি উপকরণ যেমন- সার, বীজ, কীটনাশক, আগাছানাশক ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণ নেয়া হয়।

৩) চাষাবাদ ছাড়াও অন্যান্য কৃষি কাজের ঋণ: চাষাবাদ বর্হিভূত কৃষিকাজ যেমন- মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদিপশু পালন ইত্যাদি কাজেও কৃষক স্বল্পমেয়াদি ঋণ সংগ্রহ করে।

খ) মধ্যমেয়াদি কৃষি ঋণ : সাধারণত এক বছরের উর্দ্ধ থেকে পাঁচ বছর সময়সীমায় যে কৃষি ঋণ দেয়া হয় তাকে মধ্যমেয়াদি কৃষি ঋণ বলা হয়। মধ্যমেয়াদি কৃষি ঋণ যেসব উদ্দেশ্যে দেয়া হয় হলো-

১) বিভিন্ন ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ যেমন: লাঙ্গল, ট্রাকটর, পাওয়ারট্রিলার, গরু-মহিষ ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য এ ঋণের প্রয়োজন হয়।

২) কৃষি ব্যবস্থা যান্ত্রিকীকরণের জন্য ভূমি কর্ষণ যন্ত্র ছাড়াও শস্য মাড়াই যন্ত্র, গভীর নলকূপ ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য এ ঋণ নেয়া হয়।
৩) কৃষি উপকরণ এবং উৎপাদিত পণ্য পরিবহনের জন্য যানবাহন যেমন- অটোরিক্সা, ছোট ট্রাক, ভ্যানগাড়ি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য মধ্যমেয়াদি ঋণ নেয়া যায়।
গ) দীর্ঘমেয়াদি কৃষি ঋণ: পাঁচ বছর সময়কালের উর্দ্ধ সময়ে পরিশোধ করা হয় এমন ঋণ সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি কৃষি ঋণ বলা হয়। দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ব্যবহার করে কৃষক তার জমির সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পানি নিষ্কাশন সমস্যা দূরীকরণ, ভূমি উন্নয়ন, কৃষি খামারের অবকাঠামো প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি করে থাকে।

কৃষি ঋণের উৎসসমূহ

পূর্বে একটু ধারণা দেয়া হয়েছে যে, বাংলাদেশের কৃষকেরা প্রতিষ্ঠানিক ও অপ্রতিষ্ঠানিক উৎস থেকে সাধারণত কৃষি ঋণ গ্রহণ করে থাকে। নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো।
ক) প্রতিষ্ঠানিক উৎস সমূহ: কৃষি ঋণ সরবরাহ করার জন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানিক উৎস রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ-
১) বাংলাদেশ ব্যাংক: বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি কৃষকদেরকে কৃষি ঋণ প্রদান করে না। কিন্তু দেশের কেন্দ্রীয় হিসাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, বিভিন্ন ঋণ প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কৃষি ঋণ সরবরাহ করে থাকে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সংস্থা যেমন: বিআরডিবি, সমবায় সমিতি সমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক অত্যন্ত অল্প সুদে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে কৃষি ঋণ বিতরণে উৎসাহিত করে। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে 'কৃষি ঋণ বিভাগ' এবং 'কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ বিভাগ' নামে দু'টি বিভাগ চালু আছে।
২) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক : বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক তার ছয়শোরও অধিক শাখার মাধ্যমে সারাদেশের কৃষকদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে কৃষি ঋণ সরবরাহ করে থাকে।
৩) গ্রামীন ব্যাংক : প্রচলিত বাণিজ্যিক বাংকের বাইরে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হলে গ্রামীন বাংক। পল্লী অঞ্চলের গরিব মানুষদের বিভিন্ন রকম অর্থনৈতিক কান্ডে উৎসাহী করার জন্য ঋণ প্রদান করাই হলো এ ব্যাংকের কাজ।
৪) কর্মসংস্থান ব্যাংক : কর্মসংস্থান ব্যাংক তার সবকটি শাখার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের জন্য সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করে থাকে।
৫) সমবায় ব্যাংক : সাধারণত নানা ধরণের সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষি ঋণ প্রদান করে থাকে।
৬) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) : বিআরডিবি এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রাম ভিত্তিক সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদেরকে সংগঠিত করে তাদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে একটি উৎপাদনমুখী শক্তিতে পরিণত করা। বিআরডিবি তাদের কাজের সুবিধার্থে কৃষক সমবায় সমিতিসমুহকে নিয়ে উপজেলা/থানা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠন করে। বিআরডিবি কৃষকদের মূলধন গড়ে তোলার জন্য সমবায় সমিতির শেয়ার ক্রয় এবং সাপ্তাহিক ক্ষুদ্র সঞ্চয় সুবিধাও প্রদান করে। প্রয়োজনে সমবায় কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কাজও করে থাকে।

খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ :

কৃষকদের কৃষি ঋণ সরবরাহে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ঋণ প্রাপ্তিতে কম জটিলতা, তাৎক্ষণিক ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা ও ঋণ পরিশোধের কোন নির্ধারিত সময়সীমা না থাকায় গ্রামের অধিকাংশ দরিদ্র কৃষক এসমস্ত উৎসসমূহ থেকে ঋণ গ্রহণে বেশী আগ্রহী হয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎসগুলোর বিবরণসহ ঋণের ধরণ নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো-
১) আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব : কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণের অন্যতম প্রধান উৎস হলো বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন। এ ঋণ গ্রহণের সুবিধা হলো, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ঋণের জন্য কোন সুদ দিতে হয় না। ঋণের ক্ষেত্রে কোন রকম গ্যারান্ট্রিরও প্রয়োজন হয় না। তবে এ ঋণ সবার ক্ষেত্রে সহজলভ্য নয়।
২) গ্রাম্য মহাজন ও ব্যবসায়ী : কৃষকের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে জরুরীভাবে ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে এ ঋণ সহজে পাওয়া যায়। গ্রামের এক শেণি দাদন ব্যবসায়ী ও মহাজনেরা অলংকার, জমি-জমা ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখে উচ্চ সুদহারে ঋণ প্রদান করে থাকে।
৩) দালাল ও ব্যাপারী : কৃষি পণ্যের বাজারে দালাল ও ব্যাপারীরা কৃষকদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে থাকে। এজন্য তারা চড়াহারে সুদ আদায় করে। দালাল ও ব্যাপারীরা অধিকাংশ সময়ে কৃষকদের কাছ থেকে জমির ফসল অল্প দামে আগাম

ক্রয় করে রাখে। ফলে কৃষক কখনই ফসলের নায্যমূল্য পায় না। বরং প্রায়শই কৃষকরা উৎপাদন খরচের চেয়ে কম মূল্যে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

কৃষি ঋণের প্রয়োজনীয়তা :

বাংলাদেশের কৃষকেরা গরিব বিধায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিজস্ব তহবিল থেকে সবসময় অর্থের সংস্থাপন করতে পারে না। ফলে কৃষি উৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। এজন্য কৃষি ঋণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নিম্নে কৃষি ঋণের প্রয়োজনীয়তাগুলো আলোচনা করা হলো।

ক) কৃষি উপকরণাদি ক্রয়সহ শস্য সংগ্রহ, মাড়াই, ঝাড়াই, শুকানো, সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজের জন্য ঋণের জন্য প্রয়োজন।

খ) উৎপাদিত কৃষি পণ্যের নায্যমূল্য পাওয়ার জন্য ফসল গুদামজাতকরণ, পণ্যের পরিবহণ ও বিপণনের জন্য কৃষি ঋণ প্রয়োজন-

গ) প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঋণ

ঘ) পারিবারিক ব্যয় মেটানো

ঙ) ঋণ পরিশোধ

ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা :

ক্ষুদ্র ঋণ দরিদ্রদের টেকসই ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। কারণ হিসেবে বলা হয়, প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেখানে পৌছাতে সক্ষম হয় না, সেখানে ক্ষুদ্র ঋণ সহজেই পৌছে দরজায় কড়া নাড়ে। এক হিসেবে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের তিন কোটি মানুষ এ সেবা নিয়ে থাকে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলো ঋণ দেয়ার পাশাপাশি উৎপাদনশীল খাতসমূহে নানাভাবে বিনিয়োগের পরামর্শ দিয়ে থাকে। সাধারণ ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের এনানেই পার্থক্য। ক্ষুদ্র ঋণ মানুষকে উৎপাদনশীল কার্যক্রমে সংযুক্ত করে। ফলে তৃণমূলের অর্থনীতিতে গতি আনে। এটি গরীব মানূষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরী করলেও, দারিদ্র বিমোচনের একমাত্র চাবিকাঠি নয়। তবে ক্ষুদ্র ঋণের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারে সক্ষম গ্রহীতাদের অনেকে দারিদ্র চক্র ভেঙ্গে বেরিয়েও আসে। ব্রাকের স্বনামধণ্য অর্থনীতিবিদ ড. মাহবুব হোসেন পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, ১৯৮৮-২০০৭ সময়কালে গ্রামীণ দারিদ্রতা প্রতিবছর এক শতাংশ হারে কমেছে। রক্ষণশীল অনেকের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে ক্ষুদ্র ঋণের সহযোগিতায় নারীরা বাইরের জগতে পা ফেলতে শুরু করেছে। নারীদের নেয়া ঋণে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের অনেক ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের নজিরও সৃষ্টি হয়েছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধিও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের অংশ। এর ফলে তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধাভোগী পরিবারে জন্মনিয়ন্ত্রনের হার, ছাত্রছাত্রীদের হার ও শিশুপুষ্টি বেড়েছে। কমেছে শিশু ও মার্তৃ মৃত্যুর হারও। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরটির (এম.আর.এ) ২০১৫ সালে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী দেশে সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থার সংখ্যা ৬৫৯। শাখার ভিত্তিতে এসব সংস্থাকে খুব ছোট, মাঝারী, বড় ও বৃহৎভাবে ভাগ করা যায়। এম.আর.এ ক্ষুদ্র ঋণের সুদের হার ২৭ শতাংশ বেঁধে দিলেও পিকেএসএফ এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো ২৫ শতাংশের বেশি সুদ নেয় না। বর্তমান পিকেএসএফ এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সংখ্য ২২০। অবশিষ্ঠ ৪৩৯ টি সংস্থা ২৭ শতাংশ হিসেবে সুদ নেয়।

ক্ষুদ্র ঋণের ধরণ

ক্ষুদ্র শিল্প বা কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য যে ঋণ প্রদান করা হয় তাহাই ক্ষুদ্র ঋণ। গ্রামীণ অঞ্চলের বিভিন্ন ছোট ছোট অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার লোকজন যে ঋণ চাহিদা সচরাচর করে থাকে তাহাও ক্ষুদ্র ঋণ। কৃষিকাজ, পশুপালন, মৎস্য চাষ, কুটির শিল্পসহ নানা ধরণের পণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য যে ঋণ ব্যবহার করা হয় তাহাই ক্ষুদ্র ঋণ। ক্ষুদ্র ঋণ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে সরবরাহ করা হয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস সমূহ অত্যধিক সুদহারের মাধ্যমে মানুষকে মূলত শোষণ করে। প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ এ ধরণের শোষণ থেকে মুক্ত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে থাকে। বলা হয়ে থাকে ক্ষদ্র ঋণ কার্যক্রমে সুদ হার কিছুটা বেশি। এর বড় কারণ হলো, মূলধারার ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীগুলো কিছুটা অর্থ সঞ্চয় করে রাখে স্বাস্থ্য বীমা, শিক্ষাঋণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য। দেশে এখনও সার্বজনীন স্বাস্থ্য বীমা চালু হয়নি এবং নানা স্তরে শিক্ষার সুযোগও সবার জন্য নেই। অনেকের মতে, ক্ষুদ্র ঋণের বিকল্প সরকারী সামাজিকবেষ্টনী কর্মসূচী । এগুলো দারিদ্র পরিস্থিতি উত্তরণে সহায়ক কার্যক্রম, তবে ক্ষুদ্র ঋণের বিকল্প নয়। বরং মহাজনী ঋণী ক্ষুদ্র ঋণের বিধিবদ্ধ উৎসের বিকল্প হিসেবে

ইহার শুণ্যস্থান পূরণ করে থাকে। ক্ষুদ্র ঋণের বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলোর উদ্দেশ্য থাকে গ্রাহক যাতে কোনভাবেই ঋণ খেলাপি না হয়। অন্যদিকে মহাজনী উৎসের প্রত্যাশা হলো গ্রহীতার ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা যাতে না বাড়ে। গরীবরা খেলাপি হলে আগাম শ্রম, আগাম ফসল ইত্যাদি বিক্রির সুবিধা নিয়ে থাকে এসব মহাজনীরা।

ক্ষুদ্র ঋণ পাওয়ার শর্তাবলী

ক্ষুদ্র ঋণ পাওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। নিম্নে সেসব শর্তসমূহ উল্লেখ করা হলো -

১) ক্ষুদ্র ঋণ নিতে আগ্রহীকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির হতে হবে।
২) আগ্রহী ব্যক্তির অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে খেলাপি ঋণ থাকলে ক্ষুদ্র ঋণ পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবে না
৩) ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে হবে।
৪) ঋণ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিকে যে উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান করা হবে সেটি বাস্তবায়নের জন্য সুস্থ ও স্বাভাবিক মানসিকতার হতে হবে।
৫) কোনো অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িতদেরকে এ ঋণ প্রদানের জন্য বিবেচনা করা হয় না
৬) ঋন গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের শর্তাবলি মেনে চলার মানসিকতা থাকতে হবে।
৭) যে প্রকল্পের জন্য ঋণ নেয়া হবে সেটির গ্রহণ যোগ্যতা থাকতে হবে।
৮) যুব ঋণের জন্য আগ্রহীকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষকদের কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কিভাবে অবদান রাখে তা বিশ্লেষণপূর্বক শিক্ষার্থীরা প্রতিবেদন তৈরী করে ক্লাশে উপস্থাপন করবেন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কৃষিজীবি মানুষ সাধারণভাবে দরিদ্র হওয়ায় কৃষি কাজে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ সব সময় করতে পারে না। ফলে কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হয় না। কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণের প্রচলন কৃষি উন্নয়নে সেজন্য ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। কৃষকের সামর্থ্যানুযায়ী বিভিন্ন ধরণের কৃষি ঋণ নেওয়ার সুযোগ থাকায় এ ঋণের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৮.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

তারাকান্দা গ্রামের চাষীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দরিদ্র কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহ করা হয়।

১। ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রধান উৎস কোনটি ?

ক) প্রাতিষ্ঠানিক উৎস খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস
গ) ব্যক্তিগত উৎস ঘ) এনজিও প্রতিষ্ঠান

২। উদ্দীপকের উক্ত কার্যক্রমের উদ্দেশ্য-

i. দরিদ্র মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা।
ii. সহজ শর্তে ও কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের সুবিধা দেয়া।
iii. মুনাফার জন্য দাদন ব্যবসা করা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৮.২ কৃষি সমবায় এর ধারণা, উদ্দেশ্যে ও প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমবায়ের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমবায়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- সমবায়ের প্রকারভেদ বিস্তারিত লিখতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	সমবায়ের উদ্দেশ্য, ধারণা, প্রকারভেদ

কৃষি সমবায়ের ধারণা : সমবায় হচ্ছে পারিবারিক সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে একত্রে কাজ করার জন্য স্বাধীনভাবে গড়ে তোলা একটি সংঘ বা সমিতি। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে যে সমবায় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে কৃষি সমবায় বলে। ব্যক্তি উদ্যোগের তুলনায় কিছু সংখ্যক সমমনা ব্যক্তির যৌথ উদ্যোগে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন সহজতর হয় বিধায় কৃষি সমবায়ের ধারণা দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। কৃষি সমবায় আধুনিক কৃষি কাজের প্রয়োজনীয় সফল উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহারে কৃষকদেরকে অধিকহারে সক্ষম করে তোলার মাধ্যমে কৃষিকাজে সর্বোচ্চ সফলতা এনে দিতে পারে। কৃষি সমবায় এমন একটি সমন্বিত কার্যক্রম যা কৃষি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন এর সফল হিসাব রক্ষা করে এবং প্রত্যেক সদস্যের বিনিয়োগের পরিমান অনুযায়ী মুনাফা বন্টনের দায়িত্বও পালন করে। সমবায়ের এই ধারণাকে আনুষ্ঠানিক রূপ প্রদানে বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানীরা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। যেমন কালভর্ট এর মতে সমবায় হলো একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সমঅধিকারের ভিত্তিতে একে অন্যের সহযোগিতা করে। অন্যদিকে ড. কে.এল. কার্জুর মতে - "সমবায় হলো এমন একটি সাংগঠনিক তৎপরতা যা আর্থিকভাবে শোচনীয় ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হয় এবং তারা ব্যক্তি লাভের আশায় কাজ না করে সার্বিকভাবে সবার আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করে"। তাই সমবায়ের মূল মন্ত্র হচ্ছে "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"।

কৃষি সমবায়ের উদ্দেশ্যে

কৃষি সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো সমবায়ের মূলনীতির ভিত্তিতে সংগঠিত কৃষকদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলা । কৃষি উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত করে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের নায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষিকাজে গতিশীলতা আনয়ন করা। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নের সর্বোচ্চ সুবিধা কৃষকদের জন্য নিশ্চিত করা।

কৃষি সমবায়ের প্রকারভেদ

কৃষিজীবি মানুষদের নিয়ে যে ধরণের সমবায় সংগঠন তৈরী করা হয় তাদেরকে কৃষি সমবায় সমিতি বলে। কৃষি সমবায় তিন ধরণের-

ক) কৃষি উৎপাদন সমবায় সমিতি: কৃষির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বা নিয়োজিত কৃষক। ব্যক্তিবর্গ সমবায়ে গঠিত সমবায়কে কৃষি উৎপাদন সমবায় সমিতি বলে। সহজভাবে কৃষিউপকরণ সংগ্রহ, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন, পশু সম্পদের উন্নয়ন প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কৃষি উৎপাদন সমবায় সমিতি গঠিত হয়।

খ) সেবামূলক সমবায় সমিতি: কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ যেমন- ভূমি কর্ষন যন্ত্রপাতি (পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, কীটনাশক ছিটানোর যন্ত্র), সেচের যন্ত্রপাতি (শক্তিচালিত পানির পাম্প), এবং কৃষি ঋণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ ধরণের সমিতি গঠিত হয়।

গ) কৃষি বিপণন সমবায় সমিতি: কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের নায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের জন্য এই ধরণের সমবায় সমিতি গঠিত হয়। এ সমিতি কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করে থাকে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিবেচনায় নিয়ে গাছ লাগানোর জন্য স্থান ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করে শিক্ষার্থীরা ক্লাশে উপস্থাপন করবেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিবেচনায় নিয়ে গাছ লাগানোর জন্য স্থান ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করে শিক্ষার্থীরা ক্লাশে উপস্থাপন করবেন।

সারসংক্ষেপ

সংঘবদ্ধভাবে কৃষি কাজ করে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনই হলো সমবায়ের মূল ধারণা। সমবায়ের মূলনীতির ভিত্তিতে সংগঠিত কৃষকদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে স্বনির্ভর করাই সমবায়ের প্রধান উদ্দেশ্য। কৃষি ও সমাজের সঠিক উন্নতি বিবেচনায় বিভিন্ন ধরণের সমবায় পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। যেমন কৃষি উৎপাদন সমাবায় সমিতি, কৃষি বিপণন সমবায় সমিতি, সেবামূলক সমবায় সমিতি ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৮.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সমবায় সমিতি গঠন করা হয় কিসের জন্যে ?
ক) ব্যবসার উদ্দেশ্যে খ) চাকুরী পাওয়ার সুবিধার্থে
গ) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘ) রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে

২। নিচের কোনটি কৃষিজীবিদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সংগঠন ?
ক) সমবায় সমিতি খ) গ্রাম উন্নয়ন সমিতি
গ) সামাজিক উন্নয়ন সমিতি ঘ) গ্রামীণ ব্যবসায়ী সমিতি

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

নলডাঙ্গা গ্রামের সব কৃষকই ক্ষুদ্র চাষী। প্রতি বছর ফসল উৎপাদন করে নায্যমূল্যের অভাবে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হন। এবার তারা সবাই মিলে একটি সংগঠন করেছেন।

৩। নলডাঙ্গা গ্রামের চাষীদের সংগঠনটি কী ধরণের সংগঠন ?
ক) সমবায় সংগঠন খ) কৃষক সংগঠন
গ) সমাজ সংগঠন ঘ) বিনোদন সংগঠন

৪। উদ্দীপকের সংগঠনের বৈশিষ্ট্য হলো -
i. পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমে উন্নয়ন।
ii. ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় উন্নয়ন।
iii. সমঝোতা ও সততার মাধ্যমে উন্নয়ন ।
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৮.৩ কৃষি উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা ও সমবায় আইন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষি উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সমবায় আইন বিস্তারিতভাবে বলতে ও লিখতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	কৃষি উন্নয়ন, সমবায়ের ভূমিকা, সমবায় আইন

কৃষি উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা

বাংলাদেশের কৃষির বর্তমান সমস্যা হলো- স্বল্পজমি, অধিক জনসংখ্যা, জমি খন্ডে খন্ডে বিভক্ত হওয়ার উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা, উপকরণের স্বল্পতা, নিম্ন উৎপাদনশীলতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রতিরোধে অক্ষমতা ইত্যাদি। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ খুব একটা ফলপ্রসু হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে কৃষি সমবায় একটি বিরাট ভূমিকা পালন করছে। নিম্নে বিস্তারিতভাবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক) উৎপাদন বৃদ্ধি ও লভ্যাংশের সমবন্টন : আমাদের কৃষকদের খন্ড খন্ড জমিগুলো একত্রিত করে যৌথ চাষাবাদ মাধ্যমে সঠিকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। ব্যয়বহুল কৃষি প্রযুক্তি যা কৃষকদের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে প্রচলন করা সম্ভব নয় যেমন- গভীর নলকূপ স্থাপন, পানির পাম্প ক্রয়, স্বল্প খরচে ভূমি কর্ষণের জন্য ট্রাক্টর সংগ্রহের মতো অধিক পুজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ সমবায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা সহজ। ফলে উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং সমবায়ের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করে লভ্যাংশ নিজেদের মধ্যে সমবন্টনের মাধ্যমে পরস্পর লাভবান হওয়া।

খ) ঋণ প্রদান : সমবায় সমিতির মাধ্যমে সহজ শর্তে প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ থেকে ঋণ পাওয়া সহজ। ক্ষুদ্র চাষীরা ব্যক্তি উদ্যোগে ঋণ পাওয়ার জন্য মহাজন, ফড়িয়া বা অন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে হয়রানি হওয়ার সম্ভাবনা লাঘব হয়।

গ) সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা : সমবায় সমিতির উদ্যোগে ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে সদস্যদের একটি তহবিল গঠনে সাহায্য করে। এ তহবিল পরবর্তীতে নানান ধরণের আয় বর্ধক কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হতে পারে।

ঘ) পণ্য বিক্রয় : জমিতে উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিক্রয় করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি কৃষক অধিকাংশ ক্ষেত্রে নায্যমূল্য পায় না। সমবায় সমিতির মাধ্যমে নায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি করার মাধ্যমে লাভবান হওয়া সম্ভব।

ঙ) বীমা প্রবর্তন : প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষুদ্র কৃষক প্রায়শই সর্বশান্ত হয়। এ ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে শস্য বীমা প্রবর্তন করে দূর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতির ধকল সামলানো সম্ভব হয়।

চ) সমন্বিত সেচ ব্যবস্থার প্রর্বতন : সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন বা ভাড়াভিত্তিতে সময়মত সেচ দেয়া সম্ভব।

ছ) যান্ত্রিক চাষাবাদ প্রচলন : ভূমি একত্রীকরণের মাধ্যমে স্বল্প খরচে যান্ত্রিক চাষাবাদ পদ্ধতি প্রর্বতন করে ফসলের উৎপাদন বহুগুন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

জ) কুটির শিল্পের প্রসার : সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করে কৃষকরা ছোট ছোট কুটির শিল্প স্থাপন করে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে পারে।

ঝ) স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ : সমবায় সমিতির গঠনের মাধমে গ্রামীণ জনপরিদ যেখানে চিকিৎসা সুবিধা অপ্রতুল সেখানে অস্থায়ী মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে চিকিৎসা সুবিধা পৌছে দিতে পারে। তাছাড়া সমবায় সমিতির মাধ্যম বয়স্ক শিক্ষার প্রচলন করে নিরক্ষরতামুক্ত সমাজ গঠনে সহায়তা প্রদান করতে পারে।

সমবায় আইন

কৃষি সমবায় সমিতিসমূহ সরকারের সমবায় আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। সমবায় আইনের বিভিন্ন ধারা-উপধারার মাধ্যমে সমিতির কার্যাবলী পরিচালিত হয়। সমবায় আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিধিসমূহ হলো-

ক) কৃষি সমবায় বা সমিতির একটি নির্দিষ্ট নাম থাকবে।
খ) সমিতির একটি কার্যালয় থাকবে।
গ) সমবায় সমিতির গঠনতন্ত্র সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হবে।
ঘ) সমবায় সমিতির একটি ব্যবস্থাপনা থাকবে।
ঙ) সমিতির নিদিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গঠনতন্ত্রে উল্লেখ থাকবে।
চ) সমবায় সমিতির সদস্যদের চাদা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

সমবায় সমিতিগুলোর গঠনতন্ত্রে কিছু মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। নিম্নে নীতিমালাসমূহের উপর আলোকপাত করা হলো -

ক) সহযোগিতার মনোভাব : সদস্যগণের পারস্পারিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাবের উপর জোর দিতে হবে। কারণ এর উপর সমবায়ের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল।
খ) একতা: সদস্যগণের একতা সমবায়ের আসল শক্তি। একতার ভিত্তিতে কাজ করলে সাফল্য লাভ নিশ্চিত হবে।
গ) সাম্য : সমিতির সদস্য নানান শ্রেণি পেশার হওয়াই স্বাভাবিক। তাই সকল সদস্যই সাম্যের ভিত্তিতে সমান অধিকারের নীতি অবলম্বনপূর্বক কাজ করবে।
ঘ) সততা : সমিতির সদস্যদের সততা ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। সমিতির সাফল্য সততার উপর সার্বিকভাবে নির্ভরশীল।
ঙ) মিতব্যয়িতা : সমিতির সদস্যদের মিতব্যয়ী হতে হবে। মিতব্যয়িতার অভ্যাসই দ্রুত উন্নতির জন্য সহায়ক হয়।
চ) গণতন্ত্র : সমিতির সফল কাজকর্মে সমান সমানাধিকার থাকা আবশ্যক। এখানে কোন প্রকার বৈষম্য থাকলে সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পালন সম্ভব হবে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষকদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সমবায়ের ভূমিকা বিশ্লেষণপূর্বক শিক্ষার্থীরা প্রতিবেদন তৈরী করবেন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কৃষকদের নিজস্ব রিসোর্স সীমাবদ্ধ হওয়ায় কৃষি উন্নয়নের জন্য সমবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমবায়ী কৃষকরা সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ থেকে শুরু করে উৎপাদনের সব ধাপে সাহায্য সহযোগিতা পায় বলে কৃষি উৎপাদনের সব প্রতিবন্ধকতা দূর হয়। সমবায় আইন কৃষি সমবায় সমিতিগুলোকে শৃঙ্খলার সাথে চালাতে সাহায্য করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৮.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সমবায় আইন হলো -
i. সমবায় পরিচালনার আইন ।
ii. সমবায় সমিতি গঠনের আইন।
iii. সমবায় সমিতি সদস্যদের প্রণীত আইন ।
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। নলডাঙ্গা গ্রামের কৃষকদের সমস্যা সমাধানের উপায় কোনটি ?
ক) দালাল ফড়িয়া নির্মূল খ) আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ
গ) কৃষকদের ভর্তূকি প্রদান ঘ) সমবায় সমিতি গঠন

পাঠ-১৮.৪ কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- কৃষিপণে ্যর বাজারজাতকরণের সমস্যাবলী আলোচনা করতে পারবেন।
- কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণে সমবায়ের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে বলতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	কৃষি পণ্য, বাজারজাতকরণ, সমস্যাবলী, সমবায়ের ভূমিকা

কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ভোক্তার কাছে পৌছান হয়। কৃষকদের যাতে উৎপাদিত হওয়ার পর কৃষি পণ্য বিভিন্ন পাইকার, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠারেন হাত ঘুরে ভোক্তার নিকট পৌছানোর প্রক্রিয়াই হলো বাজারজাতকরণ। নিম্নে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের মূল উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব আলোচনা হলো :

ক) কৃষক শুধু নিজের ভোগের জন্য পণ্য উৎপাদন করে না। তাই কৃষি পণ্যের উন্নত বাজার কৃষি উন্নয়নের মূল উৎপাদিকা শক্তি। অন্যদিকে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করায় সমবায় ব্যবস্থাকে আয় বৃদ্ধির একটি অন্যতম উপায় বলা যায়।

খ) উন্নত বাজার ব্যবস্থা যেমন ভোক্তাদের উপযোগ বৃদ্ধিতে সাফল্য করে তেমনি উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নের বাজারজাতকরণ বিশেষ ভূমিকা রাখে।

গ) বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে কৃষি পণ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায় ফলে কৃষকরা অধিক উৎপাদনের জন্য উৎসাহী হয় এবং তাদের আয় বৃদ্ধি ঘটে।

ঘ) উন্নত বাজার ব্যবস্থা বিরাজমান থাকলে পণ্যের অধিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে পণ্যের গুনগতমান বৃদ্ধির তাগিদ সৃষ্টি হয় ।

ঙ) উন্নত বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ও স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব।

চ) উন্নত বাজার ব্যবস্থায় প্রতিটি পণ্যের চাহিদা মূল্য নির্দেশ করে। এরূপ মূল্যের স্থিতিশীলতা উৎপাদন পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের সুযোগ প্রদান করে।

ছ) একটি উন্নত বাজার ব্যবস্থাই কৃষি উৎপাদনের পরিমান ও গুণগতমান নির্ধারন করে থাকে। তাই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন বাজার ব্যবস্থার দক্ষতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

বাংলাদেশে কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণের সমস্যাবলী

ক) পণ্যের নিম্নমান : নানান কারণে আমাদের কৃষি পণ্যের মান নিম্নমুখী হয়ে থাকে। যেমন- উন্নত বীজের অভাব, শস্য উৎপাদনকালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, পোক-মাকড়ের আক্রমন, ফসল কর্তনের উন্নত পদ্ধতি অনুসরণ না করা, সংরক্ষনের ভালো ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি কারণে কৃষিপণ্যের গুনগুন নিম্ন হয়। ফলে কৃষক পণ্যের ভালো দাম পায় না।

খ) কৃষকের দারিদ্রতা : কৃষকরা দরিদ্র হওয়ার কারণে পণ্য গুদামজাত করে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করে ভালো দাম পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না বিধায় ফসল উঠার পর পরই কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

গ) মধ্যস্বস্তভোগীদের শোষণ : এদেশে কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে মধ্যস্বস্তভোগীদের অবস্থানের কারণে কৃষক সরাসরি ভোক্তার কাছে পণ্য বিক্রি করতে পারে না। ফলে ভোক্তা বেশি দামে পণ্য কিনলেও কৃষক তার সুফল পায় না।

ঘ) অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা : সুষ্ঠ ও সহজ পরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য দূরের বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে নিয়ে বেশি দামে বিক্রির সুযোগ পায় না ফলে কৃষক তার দোরগেড়ায় কম দামে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

ঙ) স্থান ভেদে কৃষি পণ্যের বিভিন্ন দাম : বাংলাদেশের কৃষি পণ্যের বাজারগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় একই পণ্যের দাম স্থান ভেদে ভিন্ন হয়। এত কম দামের বাজারে বিক্রয়কারী কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণে সমবায়ের ভূমিকা :

ক) সমবায় আত্মসচেনতা সৃষ্টি করে সমবায় তার সদস্যদের মধ্যে কৃষি পণ্য বিপণনে ঐক্য ও সচেতনতাবোধ সৃষ্টি করে। ফলে কৃষকের পণ্য বিক্রি করার সময় ঠকার আশংকা কমে যায়।

খ) উচ্চমূল্য প্রাপ্তিতে সাহায্য করে কৃষকরা সমবায় সমিতি গঠনের ফলে বাজারে ক্রিয়াশীল মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দৌরাত্ম কমে যায়। ফলে কৃষকরা সরাসরি ভোক্তাদের নিকট পণ্য বিক্রির সুযোগ পেয়ে পণ্যের উচ্চমূল্য পেয়ে থাকে।

গ) বাজারজাতকরণ খরচ কমে-সমবায়ের মাধ্যমে পণ্য বাজারজাতকরণের ফলে সামগ্রিকভাবে পণ্য পরিবহন, প্যাকেজিং, গুদামজাতকরণ ইত্যাদির খরচ হ্রাস পায়।

ঘ) ফড়িয়াদের দৌরাত্ম কমে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকরা সংঘবদ্ধ হওয়ার কারণে কম মূল্যে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে কৃষকরা বাধ্য হয় না। ফলে ফড়িয়াদের দৌরাত্ম সমবায় বাজারসমূহে হ্রাস পায়।

ঙ) সহজে ঋণ প্রাপ্তি- সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকরা খুব সহজে ঋণ পেতে পারে। ফলে ফসল মৌসুমে কম মূল্যে পণ্য বিক্রির ঝুকি কমে যায়।

চ) বাজারের হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তিতে সাহায্য করে- সমবায়ের মাধ্যমে কৃষক বাজারের চাহিদা, বাজার দর, ভবিষ্যৎ চাহিদা সংক্রান্ত তথ্য খুব সহজে পেয়ে যায়। ফলে কৃষক তার পণ্য উৎপাদিত ও বাজারজাতকরণ পরিকল্পনা মাফিক কররে পারে। ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হয় না।

ছ) কৃষি উপকরণ সরবরাহ- সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকদের প্রয়োজনীয় বীজ, সার, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতি একত্রে সংগ্রহ করে বিতরণ করায় মূল্য কম পড়ে এবং উপকরণ প্রাপ্তি সহজসাধ্য হয়।

জ) সঞ্চয়ের উৎসাহ- সমবায় সমিতির সদস্যদের বাধ্যতামূলকভাবে সাপ্তাহিক অথবা মাসিক ভিত্তিতে সঞ্চয় জমা করার নিয়ম থাকায় কৃষকরা সঞ্চয়ী হতে উদ্বুদ্ধ হয়।

ঝ) পণ্যের মান উন্নয়ন হয়- সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত কৃষকরা মানসম্মত কৃষি উপকরণ সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করে বিধায় পণ্যের মান উন্নত হয়।

ঞ) বাজার নিয়ন্ত্রন সম্ভব হয়- সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি পণ্যের বিপণন সুবিধা সৃষ্টি হলে মধ্যস্বত্বভোগীদের এড়িয়ে সরাসরি ভোক্তার কাছে পণ্য বিক্রয় করা হয় বলে বাজার কৃষকদের নিয়ন্ত্রনে থাকে।

ট) পরিবহন ও গুদামজাতকরণে সুবিধা হয়- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষি পণ্য সমিতির নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে বাজারজাতকরণের ও গুদামজাতকরণের সুবিধা থাকে বলে পণ্য নষ্ট ও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণে সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করে শিক্ষার্থীরা ক্লাশে উপস্থাপন করবেন।

সারসংক্ষেপ

কৃষিপণ্য উৎপাদন পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো পণ্যের বাজারজাতকরণ। সঠিকভাবে পণ্যের বাজারজাতকরণ করে নায্যমূল্য নিশ্চিত করাই কৃষি সমবায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। মধ্যস্বত্ব ভোগীদের কারণেই পণ্যের নায্যমূল্য প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয়। কৃষি সমবায় এ প্রতিবন্ধকতা দূর করে কৃষকদের সৃষ্টি সুরক্ষা করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৮.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কৃষিপণ্য বাজারজাত করণে সমবায়ের ভূমিকা কী ?

ক) কৃষিপণ্যের নায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা খ) পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসা করা

গ) কৃষিপণ্য মজুত করে মূল্য বৃদ্ধি করা ঘ) কৃষকদের ঋণ দিয়ে অত্যধিক মুনাফা করা

২। বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বাজারজাত করণের সমস্যা কোনটি -
ক) কৃষকের দারিদ্রতা ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের শোষণ খ) কৃষকের অশিক্ষা
গ) উন্নত বাজার ব্যবস্থার অভাব ঘ) কৃষি ঋণের উচ্চ সুদ হার

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
কৃষিপণ্য কৃষকের হাতে উৎপাদিত হওয়ার পর বিভিন্ন পাইকার, ফড়িয়া ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর হাত ঘুরে ভোক্তার নিকট এসে পৌঁছায়।

৩। উদ্দীপকে কৃষিপণ্যের কোন বিষয়ের কথা বলা হয়েছে ?
ক) গুদামজাতকরণ খ) বাজারজাতকরণ
গ) বাছাইকরণ ঘ) সংরক্ষণ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মিরপুর কলেজের কৃষি শিক্ষক জনাব হারাধন শিক্ষার্থীদের কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পাঠদান করতে গিয়ে বলেন, গ্রামের দরিদ্র কৃষকরা কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন নিজেরা যোগান দিতে পারে না। তাই বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে কৃষকরা কৃষি কাজ করে থাকে।
ক) কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ বলতে কী বোঝায় ?
খ) কৃষি ঋণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
গ) উদ্দীপকের উল্লেখিত কৃষি ঋণের উৎসের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করুন।
ঘ) শ্রেণি শিক্ষক জনাব হারাধনের আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব মূল্যায়ন করুন।

২। দোনা কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণি শিক্ষকের সাথে একটি স্থানীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিদর্শনে যায়। সমিতির কৃষকরা জানায় সমবায় সমিতি গঠনের ফলে তারা পুঁজি সংগ্রহ, কৃষি উপকরণ ক্রয়, পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সহজেই করতে পারে। পরিদর্শন শেষে শ্রেণি শিক্ষক বলেন, "কৃষি উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা অপরিসীম"।
ক) কৃষি সমবায় কাকে বলে ?
খ) কৃষি সমবায়ের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।
গ) শিক্ষার্থীদের পরিদর্শনকৃত সমবায় প্রতিষ্ঠানটির সদস্যরা কীভাবে উপকৃত হয় বিশ্লেষণ করুন।
ঘ) "কৃষি উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা অপরিসীম" - উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৮.১ ঃ ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৮.২ ঃ ১। গ ২। ক ৩। ক ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৮.৩ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৮.৪ ঃ ১। ক ২। ক ৩। খ